দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ 05 JUN 1994
পৃষ্ঠা ২ কলাম ৭

21

সন্ত্রাসমুক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জন্য

ছাত্রদের জন্য অধ্যয়ন হইতেছে তপস্যার মত। অতীতে শিক্ষকরা পড়াশুনায় অনাগ্রহী ছাত্র-ছাত্রীদের সংস্কৃতের এই মহাজনী বাক্যটি স্মরণ করাইয়া দিতেন। রচনাগ্রন্থেও এই বাক্যটি উদ্ধৃত থাকিত। কিন্তু হালে কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের অবস্থাদৃষ্টে মনে হয়, অধ্যয়ন এখন ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য তপস্যা দূরের কথা, মুখ্য বিষয়ও যেন নয়। এখন তাহাদের নিকট দলবাজি ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আধিপত্য প্রতিষ্ঠাই মুখ্য। অধ্যয়ন বা শিক্ষা নিতান্তই গৌণ বিষয়। বরিশালের শেরেবাংলা মেডিক্যাল কলেজের ছাত্র-ছাত্রীদের ভূমিকায়ও তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। গত আট বছরে এই কলেজটি সন্ত্রাসের কারণে বন্ধ ছিল ৫ শত ১০ দিন। প্রায় দেড় বছরের মত। সংবাদে জানা যায়, প্রতিদ্বন্দ্বী ছাত্র সংগঠনের কর্মী ও নূতন ছাত্রদের দলে টানা এবং কলেজে দলীয় আধিপত্য বিস্তারের জন্য নিয়মিতভাবে সন্ত্রাস ও সংঘর্ষ ঘটে। ইহাতে গত আট বছরে দুইজন ছাত্র নিহত ও সাত শতাধিক আহত হইয়াছে। নাজেহাল ও আহত হইয়াছে বহু শিক্ষক, কর্মচারী ও পুলিশ। চারবার অভিযান চালাইয়া পুলিশেরা প্রচুর অস্ত্র ও গোলাবারুদ উদ্ধার করিয়াছে।

শেরে বাংলার মত একজন বরেণ্য নেতা ও শিক্ষাব্রতীর নামে প্রতিষ্ঠিত এই মেডিক্যাল কলেজে এই ধরনের ঘটনা ঘটিবে প্রতিষ্ঠানটির শুরুতে তাহা নিশ্চয়ই কেহ কল্পনা করে নাই। কেহ কল্পনা করে নাই ছাত্রের নামে কতগুলি অছাত্র দুর্বৃত্ত এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটিকে কলঙ্কিত ও ধ্বংস করিবে। বলা বাহুল্য, প্রয়োজনের তুলনায় বাংলাদেশে চিকিৎসকের সংখ্যা অনেক কম। ভাল চিকিৎসকের সংখ্যা আরো কম। অন্যদিকে মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীরা এখন মেডিক্যাল ও ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজেই বেশী ভর্তি হয়। সাধারণ বিশ্ববিদ্যালয়ে যখন রাজনীতির নামে হানাহানি চলে তখন সকলের প্রত্যাশা ছিল, মেডিক্যাল ও ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজগুলি দেশের মেধাবী সন্তানেরা সন্ত্রাসমুক্ত রাখিয়া অধ্যয়নে মনোনিবেশ করিবে। কিন্তু অভিভাবকদের প্রত্যাশায় জলাঞ্জলি দিয়া প্রতিটি মেডিক্যাল কলেজে একশ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রী সন্ত্রাস ও হানাহানিসহ এমন কোন অপকর্ম নাই যাহা তাহারা করে না। ফলে এই কলেজগুলি বার বার বন্ধ হইয়া যায় এবং এখান হইতে অত্যন্ত নিম্নমানের চিকিৎসক বাহির হইয়া আসেন। বস্তুতঃ ইহাদের নিকট হইতে জনসাধারণ উপযুক্ত চিকিৎসা পায় না। কখনো কখনো তাঁহাদের ভুল চিকিৎসার দরুন রোগীদের জীবন বিপন্ন হইয়া পড়ে। বরিশালে মেডিক্যাল কলেজ প্রতিষ্ঠার দাবী ছিল অনগ্রসর দক্ষিণ অঞ্চলের উন্নতি বিধান। কিন্তু এখন কলেজের ছাত্র-ছাত্রীদের আত্মবিনাশী ও ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপের দরুন কলেজটির অস্তিত্ব হুমকির সম্মুখীন হইয়া পড়িয়াছে। অন্যদিকে অঞ্চলের মরণাপন্ন রোগীরা এই কলেজ হাসপাতালের দ্বারস্থ হইতেও ভয় পাইতেছে। কেননা, কলেজ ক্যাম্পাস ও হাসপাতাল উভয় স্থানেই ছাত্র-দুর্বৃত্তরা তৎপর। অভিভাবকরাও উদ্বিগ্ন। কারণ, যে কোন সময় যে কাহারো সন্তানের জীবন প্রদীপ নিভিয়া যাইতে পারে।

মেডিক্যাল কলেজসহ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি অস্ত্র ও সন্ত্রাসমুক্ত করার জন্য নূতন কোন আইন বা ব্যবস্থার প্রয়োজন নাই, প্রয়োজন পুরানো ব্যবস্থা চালু করা। কোন ছাত্র বা ছাত্রীর আচরণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নিয়মশৃঙ্খলার প্রতি হুমকি হওয়ামাত্র তাহাকে কলেজ হইতে বহিষ্কার করা। শুধু এই ব্যবস্থাটি বাস্তবায়ন করা হইলে কলেজে মারামারি বা অস্ত্রবাজি করার কেহ সুযোগই পাইবে না। তবে এই সন্ত্রাসী ঘটনার পশ্চাতে সরকার ও রাজনৈতিক দলের মদদ থাকে বিধায় সরকার ও রাজনৈতিক দলগুলির বিশেষ একটি ভূমিকা রাখা আবশ্যক। তাহা হইলে প্রতিষ্ঠানের নিয়মশৃঙ্খলা বিধানে প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষ যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবে তাহা তাহারা সমর্থন করিবে এবং বাস্তবায়নে সহায়তা দিবে। আমাদের বিশ্বাস, তাহা হইলে অনতিকালের মধ্যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার পরিবেশ উন্নত হইবে।